মেহেরপুরে ১৩ জন হোম কোয়ারান্টিনে গত ২৪ ঘণ্টায়

সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন করোনাভাইরাস। আক্রান্তের তালিকায় কোন দেশ নেই, তা খুঁজতে এখন রীতিমতো গলদঘর্ম হতে হবে। মহামারি ঠেকাতে নানা উদ্যোগ চলছে। এই ভাইরাস মানুষকে ঘরবন্দী করে ফেলেছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ১৩ জন হোম কোয়ারান্টিনে ভর্তি হয়েছেন। মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫ জন গাংনী উপজেলায় ৭ জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ১ জন হোম কোয়ারান্টিনে রয়েছেন ।

এ নিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় মোট ৪৬৮জন হোম কোয়ারান্টিনে ছিলেন।বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় মোট ২২৪ জন হোম কোয়ারান্টিনে আছেন। বাকিদের হোম কোয়ারেন্টি থেকে ছাড়ে দেয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

ধরা পড়লো মেহেরপুরের আলামিন চোর

অবশেষে ধরা পড়লো মেহেরপুরের আলামিন চোর। গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে জনতার হাতে ধরা পড়ে।

পরে গন ধোলাই দিয়ে তাকে কাথুলি ক্যাম্প পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আলামিন বাড়ি মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামে।

ইতিমধ্যে সে মিয়া ফার্মেসীতে চুরির দায়ে জেলও খাটে কিছুদিন। এছাড়াও এলাকাবাসী জানান, বেশ কয়েকদিন ধরে আলামিন চোরের

অত্যাচারে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ।

কখনো ঘরের টিন কেটে আবার কখনো দরজা ভেঙ্গে সে বিভিন্ন কায়দায় মালামাল চুরি করতো।

তার আটক হওয়ার খবরে স্বস্তী পেয়েছে এলাকাবাসী।

মেপ্র/এমএফআর

মাছ ব্যবসায়ীদের মাক্স বিতরণ মেহেরপুর শহরের

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মেহেরপুর শহরের মাছ ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে মাক্স বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুরের মাছ ব্যবসায়ী বড়বাজার এলাকায় মাছ ব্যবসায়ীদের মাঝে মাক্স বিতরণ করা হয়।

মাছ ব্যবসায়ী মহিদ উপস্থিত থেকে মাছ ব্যবসায়ীদের হাতে মাক্স তুলে দেন। এসময় ব্যবসায়ী মহিদ বলেন নিজেকে রক্ষা করার জন্য অন্তত মাক্স ব্যবহার করতে হবে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণে ধূমপানে ঝুঁকির মূল কারণ

করোনাভাইরাস (COVID-19) একটি তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ। এটি গুরুতর সংক্রমণ, যা সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রভাবিত করে এবং ভাইরাস সংক্রমণের কারণ হয়ে থাকে। ধূমপানের ধোঁয়া ফুসফুস টিস্যু এবং সারা শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এটি

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের সুরক্ষা করতে পারে না।

ধূমপানের ফলে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। সংক্রমণের মাত্রা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ধূমপান করে না এমন ব্যক্তির চেয়ে সংক্রমণের ঝুঁকি আরও বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সিগারেটের ধোঁয়া এবং বাষ্পীয় অ্যারোসল অথবা ই-সিগারেট ফুসফুসের প্রদাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত রোগব্যাধির প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধূমপান বা ই-সিগারেট ধূমপায়ীদের করোনাভাইরাস দ্বারা মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ধূমপান ফুসফুসের প্রতিরোধ ক্রিয়াকে দমন করে এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে। দীর্ঘমেয়াদি ধূমপায়ী এবং ই-সিগারেট ব্যবহারকারীরা উভয়েই ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণের তীব্র ঝুঁকিতে রয়েছেন, যা নতুন ভাইরাসজনিত রোগ হিসেবে কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে আরও মারাত্মক হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ধূমপান এবং সম্ভবত ই-সিগারেটের বাষ্প করোনাভাইরাস থেকে মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। চীনের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, করোনাভাইরাস সংক্রমণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার চেয়ে নারীর হারের চেয়ে পুরুষের হার কিছুটা বেশি। চীনের একটি মেডিকেল জার্নালে দেখা গেছে, ধূমপানের ইতিহাস রয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া হওয়ার আশঙ্কা ১৪ গুণ বেশি।

প্রচুর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে- ধূমপান ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে। নিয়মিত ধূমপান করার ফলে এটি বায়ুপথে সিলিরি ক্লিয়ারেন্সকে বাধা দেয়। বাতাস থেকে টক্সিন এবং শ্লেষ্মা বের করে আনার জন্য এবং কাশির সময় ফুসফুস পরিষ্কার করার জন্য এরা দায়বদ্ধ এবং ধূমপান করলে তখন তা প্রভাবিত হয়। ফুসফুসে শ্বাসকষ্টের সংক্রমণের সময়, নিউট্রোফিল নামক শ্বেতরক্ত কোষের প্রদাহ দেখা দেয়। গবেষণা থেকে এটি স্পষ্ট, ধূমপান করোনাভাইরাসের প্রভাবকে আরও খারাপ করে তোলে।

যদি কেউ ধূমপান ত্যাগ করতে চান, তবে এটি খুব ভালো সময়। আমরা এ সংকটের মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব মানুষকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে এবং ফুসফুসের অবস্থার উন্নতি, ক্ষত নিরাময়সহ শরীরের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি করতে সহায়তা করে পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাব কমিয়ে

আনতে পারি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যেসব শিশু ধূমপায়ীর সংস্পর্শে আসে, তাদের তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। অতএব ধূমপায়ী ধূমপান বন্ধ করলে পরিবারের ধূমপান সম্পর্কিত অসুস্থতার ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

পরোক্ষ ধূমপান এক্সপোজার হ্রাস করা, বিশেষত বাচ্চাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফুসফুসের অন্যান্য ভাইরাস দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে মারাত্মক অসুস্থতার কারণ হতে পারে। করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে এটি একই রকম হতে পারে। এ জন্য ধূমপায়ীদের যদি দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে, তবে অতিরিক্ত যত্ন নেয়া উচিত। সুতরাং এখনই যারা ধূমপান ছাড়তে চান, তাদের নিকোটিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির (এনআরটি) সন্ধান করা প্রয়োজন। এটি আমাদের সবার জন্য উদ্বেগজনক সময় এবং মানুষ নিজের সুরক্ষা এবং অন্যকে সুরক্ষার উপায় সন্ধান করছে। এ সময় ধূমপান বন্ধ করা বা থামানো সেরা কাজগুলোর মধ্যে একটি হতে পারে।

সূত্র: যুগান্তর

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও জীবনানাশক স্প্রে

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি সহ জীবনানাশক স্প্রে করা হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর দত্তপাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে মাক্স বিতরণ ও স্প্রে করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন উপস্থিত থেকে মাক্স বিতরণ ও জীবনানাশক স্প্রে করণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ জামান, গোভিপুর

দত্তপাড়া যুব সংগঠনের সভাপতি শহীদ আহমেদ টিটু, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ জুয়েল রানা, আশরাফুল ইসলাম চাঁদ আলী, সেলিম রেজা সাব্বির হোসেন শাহারুল হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সেখানে গ্রামবাসীদের মধ্যে মাক্স বিতরণ করা হয় এবং প্রধান প্রধান সড়কসহ গ্রামের আশেপাশে এলাকায় জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়।

দর্শনায় করোনা ভাইরাস রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্স

দর্শনায় করোনা ভাইরাস রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্স করেছেন দর্শনা পৌরসভার মেয়র মোঃ মতিয়ার রহমান। আজ বেলা সাড়ে ১১ টায় দর্শনা পৌরসভার সভা কক্ষে এই প্রেস কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়।

এ সময় তিনি বলেন, দর্শনা পৌরসভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন, প্রত্যেক ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে করোনা প্রতিরোধে যে ওয়ার্ড কমিটি গঠন হয়েছে সেই কমিটির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্থানীয় ভাবে ভূমিকা রাকতে হবে।

পৌরসভার থেকে প্রতিদিন মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করা অব্যাহত থাকবে। বিদেশ প্রত্যাগত নাগরিকদের হোম কোয়ারেন্টাইনের বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ তাদেরকে সহজেই খুঁজে পাওয়ার জন্য লাল পতাকা উড্ডায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক কর্মস্থানে অবস্থান নিশ্চিত করাসহ তাদের সেভ থাকার জন্য সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পৌর এলাকার মধ্যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে চায়ের দোকান গুলোতে জনসমাগম না হতে পারে সেজন্য দোকান থেকে টিভি, বেঞ্চ, চেয়ার

সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সবশেষে তিনি সকলকে সচেতন হতে বলেন, এবং অন্যকে সচেতন করে সরকারি আইন মেনে চলতে বলেন। এ সময় পৌর মেয়রের পক্ষ থেকে সকল সাংবাদিকদেরকে কেরু এন্ড কোম্পানির হ্যান্ড স্যানিটাইজার তুলে দেন।

প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন, সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ এবং দর্শনার সকল সাংবাদিকবৃন্দ।

মেহেরপুরে গাড়াবাড়িয়া ছাত্র উন্নয়ন সংঘের ভিন্ন উদ্যোগ

গাড়াবাড়িয়া ছাত্র উন্নয়ন সংঘ এবং ব্যবসায়ী সাজ্জাদ হোসাইন পলাশের এর উদ্যেগে করোনা ভাইরাস এর মহামারি এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সাধারন মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজ করা হয়েছে।

শুক্রবার দিনব্যাপী এলাকার যুবকদের সাথে নিয়ে এই সামজিক সচেতনতা মূলক কাজ করা হয়েছে।

এর মধ্যে নিয়মিত মাইকিং মেডিসিন ও মুদি দোকানের সামনে বৃত্ত দেওয়া, হাতের গ্লাভস দেওয়া,
অসহায় মানুষের মাঝে সাবান ও অনান্য উপকরণ দেওয়া, মাস্ক বিতরণ ইত্যাদি।

এছাড়াও যেকোনো প্রয়োজনে মানুষের পাশের থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সাজ্জাদ।

সেই সাথে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় এলাকার জনগনকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর শহরে জীবণুনাশুক ঔষধ স্প্রে

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মেহেরপুর শহরের প্রধান সড়কে জীবণুনাশুক ঔষধ স্প্রে করছেন পৌর মেযর মাহাফুজুর রহমান রিটন।

শুক্রবার দুপুর ১২ টা হতে মেহেরপুর পৌরসভা থেকে শহরের কমিউনিটি হলের সামনে, কলেজ মোড়ে, কোর্ট সড়ক সহ সারা সড়গুলোতে জীবাণু ধ্বংস করতে স্প্রে করা হচ্ছে।

এসময় পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন বলেন, মেহেরপুর পৌরসভায় করোনা ভাইরাস প্রতিহত করতে ও হাত ধোয়া সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি করোনা ভাইরাসের জীবাণু ধ্বংস করতে এই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে চুয়াডাঙ্গায় ভিন্ন উদ্যোগ

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে চুয়াডাঙ্গায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামনে সাদা রঙের প্রলেপ অঙ্কন শুরু করেছে প্রশাসন। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) বিকেলে শহরের শহীদ হাসান চত্বর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা

প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ও পৌর মেয়র ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু নিজ হাতে সাদা রঙ দিয়ে রেখা অঙ্কন করে দেন।

চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু জানান, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে শহরের বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামনে তিন ফিট দূরত্বে রেখা অঙ্কন করে দেয়া হয়েছে। যাতে করে ওই রেখার মধ্যে দাড়িয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ক্রেতারা তাদের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবে।

জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, যদিও জরুরী পণ্যের দোকান ছাড়া সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। তাই যেসব অল্প সংখ্যক দোকান খোলা রয়েছে সেসব দোকানের ক্রেতাদের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে ওইসব দোকানের সামনে সাদা রঙের প্রলেপ দিয়ে রেখা অঙ্কন করে দেয়া হয়েছে। যাতে করে কারো সাথে কারো সংস্পর্শ না ঘটে। এ নিয়ম না মানলে আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
এছাড়াও, করোনাভাইরাসের কারনে চুয়াডাঙ্গায় বন্ধ রয়েছে দূরপাল্লা ও অভ্যন্তরীণ রুটে বাস চলাচল। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কোন ধরণের বাস চলাচল করতে দেখা যায়নি এ জেলায়। জেলার বাস টার্মিনালের কাউন্টারগুলো ছিল ফাঁকা। তবে চলাচল করছে পণ্যবাহি ও জরুরী কাজে নিয়োজিত যানবাহনগুলো।

এদিকে, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে বন্ধ রয়েছে সব ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। জেলার চার উপজেলার হাসপাতাল, ক্লিনিক, ফার্মেসী, কাঁচাবাজার, মুদি দোকান ও মোবাইল রিচার্জের দোকান বাদে সব ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে জেলা প্রশাসনের সাথে মাঠে কাজ করছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এ আদেশ অমান্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

চুয়াডাঙ্গায় সেনাবাহিনীর করোনা সচেতনতা

করোনা ভাইরাস নিয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী। শুক্রবার দুপুরে জেলা প্রশাসন ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কর্তৃপক্ষকে সাথে নিয়ে প্রচারণায় নামে সেনাবাহিনী। জেলা প্রশাসনের কার্যালয় থেকে শুরু হয় এ প্রচারণা।

সেনাবাহিনীর সাথে প্রচারণায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিব্বির আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সহকারি কমিশনার (ভূমি) ইসরাত জাহান।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রচারণা শুরুর পর পুরো দলটি বড় বাজারে এসে বাজারে থাকা ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের করোনা ভাইরাস বিষয়ে সতর্ক করেন।